দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের অভিযানে মাদক সেবনকারী আসাদ আটক

দামুড়হুদার ছোটদুধপাতিলা গ্রামে থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে আসাদুজ্জামান আসাদ(৫০) নামের এক মাদক সেবনকারীকে আটক করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে তাকে আটক করে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় ডুগডুগির রাজু ও দর্শনার আলিহীম। একই সময় ডুগডুগি মাঠে জুয়া খেলারত জুয়াড়িরাও পালিয়ে যায়।

থানা পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদের নির্দেশনায় থানার এসআই আল মামুন, এসআই সোয়াদ বিন মোবারক সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ছোটদুধপাতিলা গ্রামের ইটের রাস্তার উপর অবস্থান নেন। এসময় মাঠ থেকে মাদকদ্রব্য সেবনের পর রাস্তার উপর উঠার সময় পুলিশের উপস্থিতি দেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দর্শনা থানাধীন বেগমপুর গ্রামের মৃত ফকির চাঁদ মল্লিকের ছেলে ভূষিমাল ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান আসাদ (৫০)।

পুলিশ তার পিছে পিছে ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলেন। পরে মাদকদ্রব্য সেবনের কথা অকপটে স্বীকার করলে পুলিশ তাকে আটক করে থানা হেফাজতে নেন। পরে মাদকের আলামত সনাক্তকরণে নেওয়া হয় দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে তাকে রেফার্ড করেন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। সেখানকার কর্মরত চিকিৎসকের মাধ্যমে আসাদুজ্জামান আসাদের ড্রোপ টেস্ট শেষ করে আবারও নেয়া হয় দামুড়হুদা থানায়।

এদিকে, স্থানীয়রা ও নাম না প্রকাশ করার শর্তে কয়েকজন জুয়াড়ি বলেছেন, আসাদুজ্জামান আসাদ গতকালই না প্রতিনিয়তই জুয়া খেলতে আসে ডুগডুগি ও ছোটদুধপাতিলা মাঠে। সেখানে জুয়ার আসর বসার আগেই নিয়মিত বসে মাদকের আসর। মাদকদ্রব্য সেবনের পর বিভিন্ন এলাকা থেকে জুয়াড়ীদের আগমনে জমে উঠে জুয়ার আসর। ওই এলাকার জুয়া ও মাদকের আসরের নেতৃত্বদেন ডুগডুগি গ্রামের রাজু, দর্শনার আলিহীম।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ছোটদুধপাতিলা গ্রামের ইটের রাস্তার উপর মাদক বিরোধী অভিযান চালানো হয়। এসময় ডুগডুগি মাঠ থেকে মাদকাসক্ত অবস্থায় রাস্তার উপর থেকে আসাদুজ্জামান আসাদ কে আটক করা হয়। আটকের পর তাকে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন অফিসে নিয়ে তার ড্রোপ ট্রেস্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। রিপোর্ট পেলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে এসএসসি পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যার চেষ্টা

গাংনী উপজেলার কড়ুইগাছি গ্রামে দাদের বড়ি সেবন করে লাবিব (১৬) নামের এক স্কুল ছাত্র আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। লাবিব কড়ইগাছি গ্রামের লাল মহাম্মদের ছেলে। সে ২০২২ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী ।

গত বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যার দিকে নিজ বাড়িতে দাদের বড়ি সেবন করে সে।

লাবিবের মা পাপিয়া বলেন, বিকালে সে প্রাইভেট পড়েতে গিয়েছিলো। বাড়ি এসেই ঘরের মধ্যে ঢুকে বড়ি সেবন করে। আমরা পরিবারের লোকজন এখনো বুঝতে পারছিনা। কি কারনে সে এটা করেছে। লাবিব (১৬) এসএসসি পরীক্ষার্থী।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত স্যাকমো শরিফুল ইসলাম বলেন, অনেকগুলো বড়ি এক সাথে সেবন করেছে সে। ভর্তি করে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

দামুড়হুদায় শারদীয় দূর্গাপৃজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিরাপত্তা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে দামুড়হুদা শ্রী শ্রী মাতৃ মন্দির কমিটির আয়োজনে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সাথে পূর্ব প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দিক নির্দেশনা মূলক বিষয়ে মত বিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়।

উক্ত মত বিনিময় সভায় বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ দামুড়হুদা উপজেলা কমিটির সভাপতি শ্রী আনন্দ ঘোষের সভাপতিত্বে উক্ত মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সাবেক সভাপতি জগবন্ধু ধর, শ্রী শান্তিপদ বিশ্বাস, সঞ্জয় হালদার শোভন দাস,নারায়ন চন্দ্র পাল,বিকাশ কুমার বিশ্বাস,মত বিনিময় সভায় দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে, পুজায় আগত দর্শনার্থীদের ভিড় এড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, পুলিশের টহল জোরদার করা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে অনুরোধ, সহ ইভটিজিং ও নারীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদানে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে ইবি শিক্ষার্থীকে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক তোফায়েল আহম্মেদের স্বরণে শোক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদ্য প্রয়াত আহবায়ক তোফায়েল আহম্মেদের স্বরণে শোক সমাবেশ বিএনপি কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বিকালে আয়োজিত শোক সমাবেশে সভাপতিত্বে করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।

শোক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মারুফ আহম্মেদ বিজন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন,মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলীর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, সদস্য সচীব জাহিুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক লিয়াকত আলী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচীব আনারুল ইসলাম, গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাবেক কমিশনার সাইদুল ইসলাম, সদস্য সচীব সাবেক কাউন্সিলর এনামুল হক প্রমুখ।

বক্তারা সদ্য প্রয়াত জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক তোফায়েল আহম্মেদের কর্মগুলো স্বরণ করেন। এছাড়া তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোওয়া ও মোনাজাত করেন।

উল্লেখ্য মেহেরপুরের একজন সাংবাদিকের দায়ের করা চেক ডিজঅনার মামলায় তোফায়েল আহম্মেদের ৮ মাসের কারাদন্ড হয়েছিল। সে মামলায় সে মেহেরপুর জেল হাজতে ছিল। গত ৪ আগষ্ট রবিবার দিবাগত রাতে মারা যান তিনি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এরা সবাই আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার আসামি। তারা পলাতক ছিলো। আদালতের পরোয়ানা পেয়ে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে সদর থানা পুলিশ।

সদর থানার ভারপ্রোপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম বুধবার দিবাগত রাত থেকে বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোর পর্যন্ত সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ ২ বছরের সাজাপ্রাপ্তসহ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ৭ জন মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলায় ২ ও সিআর মামলায় ১ জন এবং মুজিবনগর থানা পুলিশ পর্ণোগ্রাফী মামলার ১ আসামি গ্রেফতার করেছে।এসময় ১১৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

সালাউদ্দীন শাওন সভাপতি ও মো: রফিক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত গাংনী বাজার কমিটির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনে সালাউদ্দীন শাওন সভাপতি ও মো: রফিক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

ভোট গণনা শেষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রিজাইডিং অফিসার মাহফুজুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন।

গাংনী বাজার কমিটির এই ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনে সালাউদ্দীন শাওন চাকা প্রতীকে ৪১১ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শাওনের দুলাভাই সাবেক সভাপতি মাহাবুবুর রহমান স্বপন আনারস প্রতীকে পেয়েছেন ৩৫৪ ভোট। এছাড়া অপর প্রার্থী

শাফিউল বাশার চেয়ার প্রতীকে পেয়েছেন ১১৬ ভোট।

তুহিন রেজা মোটরসাইকেল প্রতীকে ৬০৮ ভোট পেয়ে তৃতীয় বারের মত সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আক্তারুজ্জামান কাজল মোবাইল ফোন প্রতীকে পেয়েছেন ২৫৪ ভোট।

মো: রফিকুল ইসলাম তালা চাবি প্রতীকে ৪৭৭ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান বুলু ছাতা প্রতীকে পেয়েছেন ৩৮০ ভোট।

রাজিব মিয়া রাজু খেজুর গাছ প্রতীকে ৪৭৮ ভোট পেয়ে সহ সধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আশিক ইকবাল তুষার অটোবাইক প্রতীকে পেয়েছেন ৩৮৭ ভোট।

মামনুর রশিদ টিউবওয়েল প্রতীকে ৪৬৬ ভোট পেয়ে অর্থ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সরোয়ার হোসেন টেবিল ফ্যান প্রতীকে পেয়েছেন ২০৯ ভোট ও অপর প্রতিদ্বন্দ্বী সজিব হোসেন মোমবাতি প্রতীকে পেয়েছেন ১৯৪ ভোট।

সামসুজ্জোহা পানির বোতল প্রতীকে ৪৬৮ ভোট পেয়ে দফতর সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হোসেন আলী পাঞ্জাবী প্রতীকে পেয়েছেন ৩৮৫ ভোট।

এছাড়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছেন প্রচার সম্পাদক কামরুজ্জামান বাবু, নির্বাহি সম্পাদক এনামুল হক, জয়নাল আবেদীন, জুয়েল রানা বিপুল ও মফিজুল ইসলাম। এছাড়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত সাধারণ সদস্যরা হলেন লিটন হোসেন, মো: রতন আলী, বাবুল মিয়া ও হোসেন আলী।

সকাল ৯ টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে একটানা বিকাল ৪ টা পর্যন্ত চলে। সকাল ৯ টার সময় গাংনী বাজার কমিটির সম্মানিয় সদস্য ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, গাংনী পৌর সভার মেয়র আহম্মেদ আলী ও উপজেলা আওয়ামীলগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুলসহ প্রার্থীরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

এমসময় ভোটের পরিবেশ দেখতে আসেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম, গাংনী থানার ভারপ্রা্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর

রাজ্জাকসহ প্রশাসনের উর্দ্ধন কর্মকর্তারা। রাজনৈতিক অঙ্গণের সকল নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ভোট গণনা শেষে সন্ধ্যার দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এসময় গাংনী বাজার কমিটির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ফজলুর রহমান ফজল, যুগ্ম কমিশনার সাংবাদিক মাজেদুল হক মানিক, আনারুল ইসলাম বাবু, রেজাউল হক উপস্থিত ছিলেন।

বাজার কমিটির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনে ৯৪৪ জন ভোটারের মধ্যে ৪৮৪ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রেয়োগ করেন। অনুপস্থিত ছিলেন ৬০ জন ভোট। এছাড়া ১৫ টি ভোট বাতিল হয়েছে।

নির্বাচনে আইনশৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অর্ধশতাধিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছি। সকাল থেকে প্রার্থীদের স্ব স্ব কর্মীরা নির্বাচনের বাইরে গাংনী হাটবোয়ালীয়া সড়কে উৎসব মুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

প্রতারনার অভিযোগে স্বামী স্ত্রীর আর ছেলে মায়ের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

প্রতারনার অভিযোগ এনে স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে আর ছেলে মায়ের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী মতিয়ার রহমান ও নাসির হোসেন মুন্না।

বৃহস্পতিবার সকালে কোটচাঁদপুর পৌর শহরের দুধসরা বাসস্ট্যান্ডে এ সম্মেলন করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নাসির হোসেন মুন্না। তিনি বলেন, রাশেদা বেগম আমার মা,বোন আসমা খাতুন মুন্নি আর বোনাই মামুনুর রহমান। এরা সবাই লোভী, প্রতারক,ঠকবাজ চতুর ও পরসম্পদ হরনকারী।

মুন্না বলেন,আমার মা, আমার ও আমার পিতাকে প্রলোভন দেখিয়ে জমি আত্মসাতের নীল নকশা তৈরী করেন। এর সঙ্গে ছিলেন আমার বোন ও বোনাই। সেই নীল নকশায় পা দেন আমার পিতা। তিনি সরল বিশ্বাসে আমার নামীয় জমি কবলামূলে রেজিষ্ট্রি করে দেন। যা কোটচাঁদপুর মৌজায় অবস্থিত। এ জমির মধ্যে রয়েছে ভিটে বাড়ি ও মাঠ। সব মিলিয়ে ৭ বিঘা জমি তারা প্রতারনা করে রেজিষ্ট্রি করে নেন। এরপর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে,তাদের প্রকৃত রুপ। জমি রেজিষ্ট্রি করে নেওয়ার কিছিুদিন পর, তারা যুক্তি করে আমার পিতাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। এর প্রতিবাদ করায়, তারা আমাকেও বাড়ি থেকে বের করে দেন।

তিনি বোনাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন,সব ষড়যন্ত্রের মাস্টার মাইন্ড হচ্ছে মামুন। সে শুধু জমি লিখে নিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি। মামুন আমাকে আমেরিকা পাঠানোর নাম করে নগদ ২০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

স্ত্রী রাশেদা বেগম,মেয়ে ও জামাইয়ের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করেছেন স্বামী মতিয়ার রহমান। তারা বলেন, ওই প্রতারকদের প্রতারনার শিকার হয়ে আমি ও আমার পিতা বাড়ি,মাঠের জমি ও নগদ টাকা হারিয়েছি। এ সব হারিয়ে আমরা এখন অসহায়।আমরা এখন ভবঘুরের মত রাস্তায় ঘুরছি। তাই বিষয়টি আপনাদের মাধ্যমে সমাজের মানুষকে জানাতে চাই। কেউ যে এমন প্রতারনার ফাদে পা না দেন।

এ ব্যাপারে মতিয়ার রহমানের স্ত্রী রাশেদা বেগম বলেন, এ সম্পর্কে ভাল- মন্দ আমার কাছে কি শুনবেন। আপনারা কোটচাঁদপুরের মানুষ। তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। তাহলে বুঝতে পারবেন,তারা কোন চরিত্রের মানুষ।